৫৪

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

পাঠ্যপুস্তকে ভাষার মিশ্রণ ও বানান-এর জটিলতা

শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বহু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বিশেষ করে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও উক্ত পর্যায়ে নানা সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। ফলে, এদেশ থেকে নিরক্ষরতার যথেষ্ট হ্রাস ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে তা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটুকু সুফল লাভ করছে? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে মুদ্রিত কিছু শব্দ আছে যার "ভাষাগত রূপ ও বানান" উচ্চ শ্রেণীর পুস্তকের বা অভিধানের সাথে কোন মিল নেই। অবশ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তকে মুদ্রিত শব্দরূপ ভাষাগত ও বানানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন। এ নিয়ে অভিভাবক ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে তুমুল আলোচনা ও বাকদ্বন্দ্ব চলছে। এর একটি চূড়ান্ত ফয়সালা দরকার।

সরকারী নির্দেশ মোতাবেক পাঠ্যপুস্তকগুলো চলতি ভাষায় মুদ্রিত হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বত্র শিক্ষকগণ পঠন ও লিখন কার্যটি চলতি ভাষাতেই চালাচ্ছেন। পরীক্ষা হলে খাতায় চলতি থাষায় উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ দিয়ে আসছেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে এক এক শ্রেণীতে ভাষাগত ও বানান রূপ এক এক রকম। এমন কি একই শ্রেণীর একই পুস্তকে এক এক পাতায় ভিন্ন রূপের বানান দেখা যায়।

১৯৯৩ সালের পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের ভুল দেখা গিয়েছিল। ভেবেছিলাম এটা 'মুদ্রণ ভুল'। হয়তোবা ১৯৯৪ সালে সংশোধন করে মুদ্রিত হবে। '৯৪ সালে সরবরাহকৃত নতুন মুদ্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল পুস্তকগুলো সমস্যামুক্ত থাকবে বলে অভিভাবক মহল আশা করেছিলেন। কিন্তু এও হল না। এরূপ অনেক উদাহরণের মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই-এর ভাষাগত ক'টি সমস্যা দেখান হল।

যেমন উক্ত পুস্তকের পৃষ্ঠা ৪ এবং লাইন-১-এ ছাপা আছে 'দুই' শব্দটি কোন কোন স্থানে 'দু' ছাপা হয়েছে। এরূপ পৃ-৪/লাইন-৯ 'ওপর' শব্দকে পৃষ্ঠা ১১/লাইন ৩/৪ এবং পৃঃ -১৬-লাইন-৩ এ 'উপর' ছাপা হয়েছে।

তদ্রূপ; পৃঃ ২২/লাইন-৩ এ 'নেওয়া' এবং পৃঃ ৩০/লাঃ ২০ এ 'দেওয়ার' শব্দটি চলতি ভাষার রূপ নহে বলে আমাদের ধারণা। ভাষার এরূপ গড়মিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি বইয়েই যথেষ্ট বিদ্যমান।

এ ছাড়াও এ স্তরের নানা পুস্তকে বানানে যথেষ্ট ভুল রয়েছে যা সংশোধনযোগ্য বলেই মনে করি।

উদাহরণ স্বরূপঃ ৪র্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই-এর পৃষ্ঠা-১ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায় 'লক্ষ' ছাপা হয়েছে। অথচ ঐ পুস্তকেরই 'ভূমিকার লেখকের বর্ণনায়' উক্ত বানানটি 'লক্ষ্য' ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর পুস্তকে 'লক্ষ'কে 'লক্ষ্য' ছাপা হয়েছে। এখন ছাত্র অভিভাবকগণ কোন্‌টাকে শুদধ হিসেবে মেনে নেবেন?

এরূপ, ৪র্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই-এর পৃঃ ২১/লা-৫, এ 'কোণায়' না ছাপিয়ে 'কোনায়' ছাপা হয়েছে।

ভাষার বৈষম্য ও বানান সমস্যা নিয়ে শিক্ষকদের শরণাপন্ন হলে "পুস্তকে যা আছে তাই ঠিক" এ বলে ছাত্র ও অভিভাবকদের বিদায় দেন।

অভিভাবকগণ মনে করছেন পুস্তকের ছাপানো বানানে ও ভাষায় ছাত্ররা উত্তর লিখলে কোন শিক্ষক হয়তো কাটবেন না। আবার কোন শিক্ষক হয়তো কেটেও দিতে পারেন। এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে অভিভাবকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনিশ্চিত ও ত্রুটিযুক্ত শিক্ষার্জনের প্রতি হতাশাবোধ করছেন।

অভিভাবকদের ধারণা, পুস্তকে নিহিত উপরোক্ত বানান ও ভাষার রূপ যদি ঠিক হয়েই থাকে, যা হয়তোবা আগের পুরাতন বানান ও ভাষার রূপের সাথে বৈষম্য হওয়াটা সাভাবিক; তা অবশ্যই পুরাতন বানানে শিক্ষিত লোকদেরও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সত্যিই যদি ভাষা ও বানানের রূপের এমন সংশোধন হয়ে থাকে তাহলে সংশোধিত বানানের সাথে পরিচিত হবার জন্যে 'বাংলা একাডেমী' পক্ষ থেকে সংশোধিত বানানের একটি লিস্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। যা, প্রতিটি বিদ্যালয় ও লাইব্রেরীতে পাবার ব্যবস্থাও করা দরকার। এমনকি প্রতি শ্রেণীর প্রতি পুস্তকে মুদ্রিত সংশোধিত শব্দের একটি চার্ট সূচীপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিলে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের আর কোন সমস্যাই থাকবে না।

তাই উপরোক্ত সমস্যাসমূহ যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এর সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের ও সরকারের বিশেষ নজর নেয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। পাশাপাশি, প্রতিপুস্তকে সংশোধিত নতুন বানানের লিস্ট ও সকল সংশোধিত বানানের সহিত সকলের পরিচিতির জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও বিশেষ অনুরোধ রাখছি।

—সৈয়দ মোঃ জাবীহ উল্লাহ (শাহী),
হয়বতনগর, কিশোরগঞ্জ।